০১-০১-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এখন জীবন্মৃত হয়েছ তাই সবকিছু ভুলে যাও। এক বাবা যা শোনাচ্ছেন, তাই শোনো, আর বাবাকে স্মরণ করো, 'তোমার সঙ্গেই থাকবো আমরা"

প্রশ্ন :- সদ্গতি দাতা বাবা বাচ্চাদের সদ্গতির জন্য কি শিক্ষা দেন ?

উত্তর :- বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সদ্গতিতে যাওয়ার জন্য অশরীরী হয়ে বাবা আর চক্রকে স্মরণ করো । যোগের দ্বারাই তোমরা চিরসুস্থ এবং নিরোগী হতে পারবে । তখন তোমাদের কোনো কর্মভোগের অনুতাপ করতে হবে না ।

প্রশ্ন :- যাদের ভাগ্যে স্বর্গ সুখ নেই, তাদের নিদর্শন কি হবে ?

উত্তর :- তারা বলবে, জ্ঞান শোনার জন্য আমাদের কাছে সময় নেই । তারা কখনোই ব্রাহ্মণ কুলের সদস্য হতে পারবে না । তারা জানতেই পারবে না, ভগবানও যে কখনো কোনো রূপে আসেন ।

গীত :- তোমার ডাক শুনতে মন যে চায় .....

ওম্ শান্তি । ভগবান বসে এখন ভক্তদের বোঝাচ্ছেন । ভক্ত হলো ভগবানের সন্তান । সকলেই তো ভক্ত, বাবা হলেন একজন । তাই বাচ্চারা চায়, একজন্ম অন্তত বাবার সঙ্গে থেকে দেখতে । বাচ্চারা দেবতাদের সঙ্গে অনেক জন্ম কাটিয়েছে । আসুরী সম্প্রদায়ের সঙ্গেও অনেক জন্ম কাটিয়েছে । এখন ভক্তদের মনে ইচ্ছে হয় -- এক জন্ম অন্তত ভগবানের হয়ে ভগবানের সঙ্গে থেকে দেখি । এখন তোমরা ভগবানের হয়েছো, তোমরা জীবন্মৃত হয়েছো তাই ভগবানের সঙ্গেই থাকো । এই যে জীবন যা অমূল্য এবং অন্তিম জীবন, এই জীবনে তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গেই থাকো । এই গায়নও আছে...তোমার কাছেই থাবো, তোমার সাথেই বসবো, তোমার কথাই শুনবো .....। যারা জীবন্মৃত হতে পারে তাদের কাছে এই জন্ম হলো বাবার সাথে থাকা । এই এক জন্মই হলো উঁচুর থেকেও উঁচু জন্ম । বাবাও এই একবারই আসেন, আর তো তিনি কখনো আসতে পারেন না । তিনি এই একবারই এসে বাচ্চাদের সর্ব কামনা পূরণ করে দেন । ভক্তিমার্গে মানুষ অনেক কামনা করে থাকে । সাধু - সন্ত, মহাত্মা, দেবী-দেবতাদের থেকে অর্ধকল্প ধরে কামনা করতেই থাকে আর দ্বিতীয় হলো জপ, তপ, দান, পুণ্য ইত্যাদিও জন্ম - জন্ম ধরে করে আসছে । মানুষ কতো শাস্ত্রপাঠ করে । অনেক ধরনের শাস্ত্র, ম্যাগাজিন তৈরী করতেও তারা পরিশ্রান্ত হয় না । তারা ভাবে এইভাবেই বোধহয় ভগবানকে পাওয়া যাবে, কিন্তু বাবা এখন নিজেই জানাচ্ছেন -- তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে যা কিছু পড়ে এসেছো, এতে কোনো বড়কিছু প্রাপ্তি হয় না । বই তো অনেকই আছে । খৃস্টানরাও তো অনেককিছু শেখে । তারা অনেক ভাষায় অনেক কিছুই লেখে । মানুষ তো পড়তেই থাকে । এখন বাবা বলছেন, যা কিছুই পড়েছো সব ভুলে যাও অথবা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে শেখো । মানুষ অনেক বই পড়ে । বইয়ে থাকে অমুকে ভগবান, অমুকে অবতার । এখন বাবা বলছেন, আমি নিজেই আসি, তাই যারা আমার হতে চায়, আমি তাদের বলি তোমরা এই সবকিছু ভুলে যাও । সারা দুনিয়ার আর তোমাদের বুদ্ধিতে যে বিষয় ছিলো না, তাই এখন আমি তোমাদের শোনাচ্ছি । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, বরাবর বাবা যা বোঝান তা কোনো শাস্ত্র আদিতে নেই । বাবা অনেক গুহ্য এবং আমোদজনক কথা শোনান

।তিনি তোমাদের এই নাটকের আদি – মধ্য – অন্ত, রচয়িতা এবং রচনার সমস্ত খবর শোনান । তাও তিনি বলেন, তোমরা যদি অনেককিছু মনে রাখতে নাও পারো, কেবল দুটো অক্ষর স্মরণ করো – মনমনাভব, মধ্যাজী ভব । এই অক্ষর তো ভক্তিমার্গের গীতার, কিন্তু বাবা এর অর্থ খুব ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন । ভগবান তো সহজ রাজযোগ শিখিয়েছেন, তিনি বলেন .....তোমরা কেবল "বাবাকে" স্মরণ করো । ভক্তিতেও তো তোমরা অনেক স্মরণ করতে । মানুষ এই গান গেয়েও থাকে ....দুঃখে সবাই স্মরণ করে ....তবুও কিছুই বোঝে না । তাহলে অবশ্যই সত্যযুগ আর ত্রেতায় সুখের দুনিয়া ছিলো তাই তখন কেন স্মরণ করবে ? এখন এই মায়ার রাজ্যে মানুষের দুঃখ হয় তাই বাবাকে স্মরণ করতে হয় আর সত্যযুগের অথৈ সুখও স্মরণে আসে । সেই সুখের দুনিয়ায় তারাই ছিলো যারা সংগম যুগে বাবার থেকে রাজযোগ আর জ্ঞান শিখেছিলো । বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষা নেই । তাদের জন্য তো আরো ভালো, কেননা বুদ্ধি অন্য কোথাও যাবে না । ওখানে তো কেবল চুপ করেই থাকতে হবে । মুখেও কিছু বলতে হবে না । কেবল বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে । তারপর আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো । এই কথা কিছু কিছু গীতাতে আছে । প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্র একটাই । এই ভারতই একদিন নতুন ছিলো, এখন পুরানো হয়েছে । শাস্ত্র তো একটাই হওয়া উচিত । যেমন বাইবেল একটাই, যখন থেকে খৃস্টান ধর্ম স্থাপন হয়েছে, প্রথম থেকে শেষ অবধি একটাই শাস্ত্র । তারা ক্রাইস্টেরও অনেক মহিমা করে । তারা বলে, উনি শান্তি স্থাপন করেছিলেন । তিনি এসে তো খৃস্টান ধর্মের স্থাপন করেছিলেন, তাতে শান্তির তো কথাই নেই । যারাই আসে তাদের মহিমা করে কারণ নিজেদের মহিমা তো ভুলেই গেছে । বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি নিজের ধর্ম ছেড়ে অন্যের মহিমা করবে না । ভারতবাসীদের নিজেদের ধর্ম তো এখন নেইই । এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । যখন সকলে সম্পূর্ণ নাস্তিক হয়ে যায় তখনই আবার বাবা আসেন । বাবা বোঝান, বাচ্চারা স্কুল ইত্যাদিতেও যে বই পড়ানো হয় তাতেও তো কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে । এর লাভ হলো এর থেকে অর্থ রোজগার হয় । উঁচু পদও পাওয়া যায় । বাকি শাস্ত্র ইত্যাদি যা মানুষ পড়ে, তাকে তো অন্ধশ্রদ্ধা বলা হয় । পড়াকে কখনোই অন্ধশ্রদ্ধা বলা হয় না । এমন নয় যে অন্ধশ্রদ্ধায় পড়ে । পড়াশোনা করেই মানুষ ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়র হয়, তাকে কিভাবে অন্ধশ্রদ্ধা বলা যাবে । এও এক পাঠশালা । এ কোনো সৎসঙ্গ নয় । এখানে লেখা আছে ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় । তাই বোঝা উচিত অবশ্যই ঈশ্বরের কোনো অনেক বড় বিদ্যালয় হবে । তাও এই বিশ্বের জন্য । সকলকে এই সন্দেশও জানাতে হবে যে দেহ সহিত দেহের সব ধর্ম ছেড়ে নিজের স্বধর্মে অবস্থান করো, এরপর নিজের বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মতি, সেই গতি হয়ে যাবে । নিজের চার্ট লিখতে হবে, কত সময় আমি যোগে থাকি । এমন নয় যে প্রত্যেকেই রোজ চার্ট লিখবে । না, অনেকেই ক্লান্ত হয়ে যায় । বাস্তবে কি করতে হবে ? রোজ নিজের মুখ আয়নায় দেখতে হবে তাহলেই বুঝতে পারবে, আমরা লক্ষ্মী বা সীতার তুল্য হয়েছি কি নাকি প্রজাতে চলে যাবো ? পুরুষার্থ তীব্র করানোর জন্য চার্ট লেখার কথা বলা হয়, আর তোমরা দেখতেও পারো, আমরা কতো সময় শিববাবাকে স্মরণ করি ? সমস্ত দিনচর্যা এই চার্টে সামনে এসে যায় । যেমন ছোটবেলা থেকে আমাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা তো মনে থাকে । তাহলে একদিনের কথা মনে থাকবে না কি ? দেখতে হবে আমরা শিববাবা আর চক্রকে কতো সময় স্মরণ করি ? এমন অভ্যাস করলে রুদ্র মালার দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে বাবার গলার মালায় স্থান পাবে । এ হলো যোগের যাত্রা, যা অন্য কেউ জানে না তাহলে কিভাবে শেখাবে । তোমরা জানো যে এখন বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে । বাবার আশীর্বাদী বর্সা হলো রাজসুখ তাই এর নাম রাখা হয়েছে রাজযোগ ।

তোমরা সকলেই রাজঋষি । দুনিয়ায় হলো হঠযোগী ঋষি । তারাও পবিত্র থাকে । রাজত্বে তো রাজা – রানী –প্রজা সবই প্রয়োজন । সন্ন্যাসীদের মধ্যে তো রাজা – রানী নেই । ওদের হলো হদের বৈরাগ্য, তোমাদের হলো বেহদের বৈরাগ্য । তারা গৃহত্যাগ করেও এই বিকারী দুনিয়াতেই থাকে । আর তোমাদের জন্য তো এই দুনিয়ার পরে স্বর্গের রাজত্ব, দৈবী বাগান । তাই ওই কথাই তোমাদের স্মরণে আসবে । এই কথা তোমরা বাচ্চারা বুদ্ধিতে রাখতে পারো । অনেকেই আছে, যারা চার্টও লিখতে পারে না । চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে । বাবা বলেন -- বাচ্চারা, নিজের কাছে নোট করো, কত সময় অতি প্রিয় বাবাকে স্মরণ করেছো ? যেই বাবাকে স্মরণ করেই আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । রাজত্বের বর্সা যখন নিতে হবে তখন প্রজা তো বানাতেই হবে । বাবা যখন স্বর্গের রচয়িতা তখন তাঁর থেকে কেন স্বর্গের বর্সা পাবো না । অনেকেই আছে যারা স্বর্গের বর্সা পেয়ে থাকে । বাকিরা শান্তি পায় । বাবা সকলকেই বলেন, বাচ্চারা, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে ভুলে যাও । তোমরা অশরীরী এসেছিলে, ৮৪ জন্ম ভোগ করেছো, এখন আবার অশরীরী হও । খৃস্টান ধর্মের লোকেদেরও বলা হবে, তোমরা ক্রাইস্টের পিছনে এসেছো । তোমরাও অশরীরী অবস্থায় এসেছিলে, এখানে শরীর ধারণ করে অভিনয় করেছো, এখন তোমাদের পার্টও সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । কলিযুগের অন্তিম সময় এসে গেছে । এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, মুক্তিধামের অধিবাসীরা শুনে খুব খুশী হবে । তারা তো মুক্তিই চায় । তারা মনে করে জীবনমুক্তি (সুখ) পেয়ে আবার তো দুঃখেই আসতে হবে, এরথেকে তো মুক্তি ভালো । তারা এই কথা জানে না যে সুখ তো অনেক । আমরা আত্মারা পরমধামে বাবার সাথেই থাকি । কিন্তু এখন আমরা পরমধামকে ভুলে গেছি । বলা হয়, বাবা এসেই সমস্ত দেবদূতদের পাঠান । বাস্তবে কাউকেই পাঠানো হয় না । এই সম্পূর্ণ নাটক বানানোই আছে । আমরা তো এই সম্পূর্ণ নাটককে জেনেই গেছি । বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে বাবা আর এই চক্র স্মরণ আছে, তাই তোমরা চক্রবর্তী রাজা অবশ্যই হবে । মানুষ তো বুঝতে পারে, এখানে দুঃখ অনেক, তাই মুক্তি চায় । এই দুটি অক্ষর 'গতি' এবং 'সদ্গতি' তো চলেই আসছে । কিন্তু এর অর্থ কেউই জানে না । তোমরা বাচ্চারা জানো, সকলের সদ্গতিদাতা এক বাবাই, বাকি সবাই পতিত । সম্পূর্ণ দুনিয়াই এখন পতিত । এই অক্ষর শুনেও কেউ কেউ বিগড়ে যায় । বাবা বলেন, এই শরীরকে ভুলে যাও । তোমাদের আমি অশরীরী পাঠিয়েছিলাম । এখনো অশরীরী হয়েই আমার সাথে যেতে হবে । একেই জ্ঞান অথবা শিক্ষা বলা হয় । এই শিক্ষার দ্বারাই সদ্গতি হয় । যোগের দ্বারাই তোমরা চিরসুস্থ হতে পারো । তোমরা সত্যযুগে অত্যন্ত সুখী ছিলে । সেখানে কোনো জিনিসের অভাব ছিলো না । দুঃখ দেওয়ার মতো কোনো বিকারও থাকে না । মোহজীত রাজার কাহিনী শোনানো হয় । বাবা বলেন, আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই যে তোমাদের কর্মদোষ ভোগ করতে হয় না । সেখানে এমন ঠান্ডাও থাকবে না । এখন তো এই পাঁচ তত্বও তমোপ্রধান । কখনো বেশী গরম কখনো আবার বেশী ঠান্ডা । সেখানে এমন আবহাওয়া থাকবে না । সেখানে সর্বদাই থাকবে বসন্ত ঋতু । প্রকৃতি থাকে সতোপ্রধান । এখন এই প্রকৃতি হলো তমোপ্রধান । তাহলে ভালো মানুষ কি করে থাকবে । ভারতের অনেক বড় মানুষ, নেতারা সন্ন্যাসীদের পিছনে ঘুরতে থাকে । তাদের কাছে যখন তারা যায়, তারা বলে আমাদের সময় নেই । এতে বোঝা যায়, তাদের ভাগ্যে স্বর্গের সুখ নেই । এরা ব্রাহ্মণ কুলের সদস্য নয়, এরা জানেই না, ভগবান কিভাবে আর কখন আসেন । শিব জয়ন্তী সকলেই পালন করে কিন্তু শিবকে সকলে ভগবান বুঝতে পারে না । যদি তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা মনে করতো, তাহলে শিব জয়ন্তীকে ছুটির দিন পালন করতো । বাবা বলেন, আমার জন্মও এই এই ভারতেই হয় । শিব মন্দিরও এখানেই আছে । অবশ্যই তিনি কারোর শরীরে প্রবেশ করবেন । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞ রচনা করেছিলেন । তাহলে কি তিনি এসেছিলেন ? এমনও হয় না । কৃষ্ণ তো থাকে সত্যযুগে । বাবা নিজেই

বলেন, আমাকে ব্রহ্মা মুখ দ্বারাই ব্রাহ্মণ বংশাবলী রচনা করতে হবে । এও তোমরা কাউকে বোঝাতে পারো, বাবা কতো সহজভাবে বোঝান, কেবল আমাকে স্মরণ করো । কিন্তু মায়া এতোই প্রবল যে স্মরণ করতেই দেয় না । অর্ধেক কল্পই হলো শত্রু । এই শত্রুকেই তো জয় করতে হবে । ভক্তিতে মানুষ ঠান্ডার সময় স্নানে যায় । কতো ধাক্কা খায় । কতো দুঃখ সহ্য করে । এ তো পাঠশালা, এখানে সবাই পড়তে আসে, এখানে ধাক্কা খাওয়ার কোনো কথাই নেই । এই পাঠশালায় অন্ধ বিশ্বাসের কোনো কথাই নেই । মানুষ তো অনেক অন্ধ বিশ্বাসে ফেঁসে রয়েছে । তারা কত গুরু ইত্যাদি করে । কিন্তু মানুষ তো কোনো মানুষের সদ্গতি করতে পারে না । যারা মানুষকে গুরু বানায়, তারা তো অন্ধ বিশ্বাসে আছে । আজকাল অনেকেই ছোটো বাচ্চাদেরও গুরু বানায় । না হলে নিয়ম তো বানপ্রস্থে গুরু করার । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) তীব্র পুরুষার্থের জন্য স্মরণের চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে । রোজ আয়নায় নিজের মুখ দেখতে হবে । চেক করতে হবে - আমি আমার অতি প্রিয় বাবাকে কত সময় স্মরণ করি ।

২) যা কিছু পড়া আছে তা ভুলে, চুপ থাকতে হবে । মুখে কিছুই বলবে না । বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে ।

বরদান :- ব্রহ্মাবাবার সাথে প্রতি পদে চলে হদকে বেহদে এক করে নিয়ে বেহদের বাদশাহ হও

ফলো ফাদার করার অর্থ .....'আমি'-কে 'তুমি' তে অন্তর্লীন করা, হদকে বেহদে অন্তর্লীন করা, এখন এই প্রতি পদে চলার আবশ্যকতা আছে । সবার সংকল্প, বাণী এবং সেবার বিধি হলো বেহদের অনুভব । স্ব - পরিবর্তনের জন্য হদকে সর্ববংশ সহিত সমাপ্ত করো । যাকেই দেখো বা যেই তোমাদের দেখুক - বেহদের বাদশাহের নেশা যেন অনুভব হয় । সেবা হলেও বা সেন্টার হলেও হদের নাম - নিশান না থাকলেই তখন বিশ্বের রাজত্বের আসন প্রাপ্ত হবে ।

স্লোগান :- নিজের চিন্তাধারাকে রাজকীয় বানিয়ে নাও, ছোটো ছোটো বিষয়ে সময় নষ্ট হবে না ।